নাবিলার কাবলিয়াত

বাংলাদেশের অষ্টম জাতীয় সংসদের সর্বশেষ অধিবেশনে (সেপ্টেম্বর ২০০৫) অবশেষে ৩৬ জন মহিলা সাংসদ যোগ দিয়েছেন। এরা সবাই ক্ষমতাসীন খালেদা-নিজামী জোট সরকারের সাংসদ। আশা করি এরা জোটের অহংকারের মনি-মুক্তা। কারণ, সারা দেশ থেকে ছত্রিশ জন বাছাই করা হলে সেটিতো দেশসেরাই হবার কথা। দেশে যে বিদুষী মহিলার অভাব আছে তাতো নয়। সুতরাং প্রত্যাশিতভাবেই সাড়ে সাত কোটি মহিলাদের (এর মাঝে অন্তত তিন কোটি জোট সমর্থক তো আছেই) মধ্য থেকে বাছাই করা দেশের সেরা রত্নগুলোই সংসদ আলোকিত করার কথা। তাছাড়া এমন নয় যে, এরা সাধারণ ভোটারদের ভোটে নির্বাচিত হবেন। ফলে এদের টাকা আছে কিনা, সন্ত্রাস কিনতে পারবে কিনা বা সাধারণ ভোটারদের কাছে তাদের গ্রহণযোগ্যতা আছে কিনা- সেটিও দেখার দরকার ছিলোনা। কার্যত তাদের প্রয়োজন ছিলো সংসদ সদস্য হবার শ্রেষ্ঠ যোগ্যতা থাকার। কিন্তু এই কোটায় যে নাবিলা চৌধুরীগণ নির্বাচিত হয়েছেন, তারা কি তা-ই? সংসদে প্রথম প্রবেশ করে তারা কি সেই যোগ্যতার কথাই প্রমাণ করলেন?

বিধান ছিলো, বিরোধী দল ৪৫টির বাকী নয়টি আসন পাবে। কিন্তু তারা সেটি গ্রহণ না করায় অচিরেই আরো ৯ জন মহিলা সাংসদ সংসদের পরবর্তী অধিবেশনে সরকারী জোটের হয়ে যোগ দিতে সক্ষম হবেন। এখন সরকার ঐ নয়টি আসনের সৌভাগ্য তাদের অংশীদারদের মাঝে বিতরণ করছেন। (এরই মাঝে তা সম্পন্নও হয়েছে)

যদিও দেশের প্রধানমন্ত্রী এবং বিরোধী দলের নেত্রী উভয়েই মহিলা এবং দেশের ইতিহাসে রাজনীতিতে অনেক উজ্জ্বল মহিলার গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস রয়েছে, তথাপি সেই সামরিক শাসকদের আমল থেকেই সংসদের সংরক্ষিত আসনে যারা মনোনয়ন পাচ্ছেন তাদের যোগ্যতা নিয়ে বারবার প্রশ্ন উঠেছে। তারা যে কিসের যোগ্যতায় মনোনীত হচ্ছেন এবং সংসদে তাদের যেসব করণীয় কর্ম দেশবাসী জানতে পারছে তাতে একটি পাচ বছরের শিশুও হতবাক হচ্ছে।

বিশেষ করে এবারের সংসদে নাবিলা চৌধুরী নামক এক মহিলা সম্ভবত এদেশের ইতিহাসে এক নতুন রেকর্ড গড়ে তুলেছেন। প্রথমত তিনি তার মনোনয়ন পাবার ক্ষেত্রে গড়েছেন এক ইতিহাস। নিজে বিএনপি করেন। কিন্তু তার দল তাকে সাংসদ হিসেবে মনোনয়ন দেয়নি। বিএনপি কাদেরকে কেন মনোনয়ন দিয়েছে তার চমৎকার সব মুখরোচক কাহিনী পত্রিকায় ছাপা হবার পাশাপাশি মানুষের মুখে মুখে ফিরছে। অন্য যারা তার দলের মনোনয়ন পেয়েছে তার সাথে তুলনা করলে তিনি কেন মনোনয়ন পবেননা সেটি বলা কঠিন। টিভিতে মহিলাকে আমরা

দেখেছি। মধ্যবয়েসী এই মহিলা সংসদ আলোকিত করার মতোই রূপসী। যৌবনে নিশ্চয়ই আরো অনেক সুন্দরী ছিলেন। যারা জাতীয়তাবাদী নেত্রী হিসেবে তার সাথেই সংসদে বসেছেন তাদের চাইতে তিনি কোনমতেই কম সুন্দরী নন। সূতরাং এই প্রতিযোগিতায় তিনি অবশ্যই এগিয়ে থাকার কথা। অন্য আরো একটি যোগ্যতা তার আছে। তিনি ৩৬ সাংসদের মাঝে সবচেয়ে ধনী। ফলে টাকার দৌড়েও তিনি কম যাননা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিএনপি তাকে মনোনয়ন দেয়নি। তবে তাতে কি? তিনি এতোই কাবিল যে তার পক্ষে অন্য দল থেকে মনোনয়ন নেয়া অসম্ভব হলোনা। যে জাতীয় পার্টি একটি মাত্র আসন পেলো তার পক্ষ থেকেই তিনি মনোনয়ন পেয়ে গেলেন। কেমন করে এমন অসম্ভবকে তিনি সম্ভব করলেন, কোন যোগ্যতায় এবং কোন সম্পদের বলে সেটি সাধারণ মানুষের বোধগম্যতার বাইরে। তবে পত্রিকায় আসা খবরে জানা গেছে যে তার এলাকার তিনজন বিএনপি নেত্রী সাংসদ মনোনীত হবার জন্য একইসাথে ইদুর দৌড় শুরু করেন। নাবিলার সবকিছু থাকার পরেও তার নিজের দল থেকে নমিনেশন না পাওয়ায় তিনি অন্য দল থেকে নমিনেশন সংগ্রহ করেন এবং তার দলের লোকজনদেরকে দেখিয়ে দেন যে তাকে পরাস্ত করা সহজ নয়। এদেশের মানুষ খুব ভালো করেই জানে যে এমন ভাবে নমিনেশন পাবার জন্য কি কি যোগ্যতা থাকতে হয়। সেজন্যই এসব নিয়ে মানুষের তেমন কোন মাথাব্যথা আছে বলে মনে হয়না। এমনিতেই আমাদের সংসদীয় ব্যবস্থায় সরকারী দলের সাধারণ সদস্যদেরই তেমন কোন কিছু করার থাকেনা। বেগম খালেদা জিয়া বা তার নীতিনির্ধারকরা যা করতে বলেন, সাংসদরা তা-ই করে থাকেন। সংবিধানের বিধানের জন্য দলের বিপক্ষে যাওয়া যায়না, সংসদীয় দলের সভাতেও এমনকি আত্মসমালোচনাও করা যায়না বা নিজস্ব মতামত প্রকাশ করা যায়না। অন্যদিকে বিরোধী দলের সদস্যরা বাধ্য হন রাজপথে বসবাস করতে। কখনো সখনো তারা পুলিশের পিটুনী খেয়ে দেশের আইনপ্রণেতার মর্যাদা ভোগ করেন। এছাড়া যারা সংসদে গেছেন তাদের অনেকেই আছেন যে, আইন কিভাবে প্রণীত হয় তাও তারা জানেন না। বিশেষ করে আমাদের সরকারী দলের সাংসদদের একটি অংশ কেবল গম-চাল, ভিজিএফ, প্রকল্প এসব বিষয় নিয়েই মাথা ঘামান সারাক্ষণ। ফলে সংসদে তাদের যতোটা সময় কাটে তার চাইতে অনেক বেশী সময় তাদের কাটে মন্ত্রী-আমলাদের দপ্তরে। দলীয় ক্যাডার-সমর্থকদের জন্য হালুয়া-রুটির ব্যবস্থা করার পাশাপাশি নিজের আখের গোছানোর ব্যবস্থাও তাদেরকে করতে হয়। বিগত নির্বাচনের খরচ তোলার পাশাপাশি সামনের নির্বাচনের খরচ তোলাও সাংসদ হলেতো একটু কঠিন হয়-মন্ত্রী হলে যতোটা হয়না। মানুষ জানে এদেশে সঠিক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রী

হবার মতো সৌভাগ্য আর হতে পারেনা। দেশের বহুলোক জানেন যে, বিগত নির্বাচনের সময় যেসব লোক বাড়ী বন্ধক দিয়েছে মন্ত্রীত্বের চার বছরে তারা সেই বাড়ীর বন্ধকিতো ছাড়িয়েছেই, নতুন করে আরো কিছু প্রাসাদ তৈরী করেছে। কোন কোন মন্ত্রীর দৈনিক আয়ও নাকি কোটি টাকার উপরে। কিন্তু সংসদ সদস্য হলে গাড়ীর সুবিধা বিক্রি করার পাশাপাশি খুজতে হয় গম-চাল-প্রকল্প-ব্যবসা-বাণিজ্য-চুক্তি-লাইসেন্স-ইজারা-চাকুরী প্রদান ইত্যাদি।

এবার যারা সংসদে মহিলা আসনের জন্য মনোনীত হলেন তারা তাদের দলকে প্রকাশ্যে লাখ লাখ টাকা চাদা দিয়েছেন। কিন্তু অপ্রকাশ্যে কাকে কতো টাকা এবং অন্যান্য সুযোগসুবিধা দিয়েছেন তা হিসেব করে বের করা কঠিন। তবে আশার কথা এই যে, এইসব টাকা তুলতে তারা বাকী যে এক বছর সময় পাচ্ছেন তাতেই হয়ে যাবে। যে কায়দায় তারা নমিনেশন পেয়েছেন সেই একই কায়দায় যদি তারা মন্ত্রীদের-আমলাদের ম্যানেজ করতে থাকেন তবে এক বছরতো দূরের কথা দু-চার মাসেই বিনিয়োগকৃত পুজি উঠে আসবে।

কিন্তু সমস্যা হলো, তারা যখন সংসদে গিয়ে আবার সাংসদ হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে চেষ্টা করেন তখন যে তালগোলটা পাকিয়ে ফেলেন সেটিই ঝামেলায় ফেলে। তারা সংসদের অলঙ্কার হিসেবে আলোকিত করতে থাকুন, সেটি ভালো কাজ। কিন্তু নাবিলার মতো মহিলা সাংসদরা যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর কাছে হাসপাতালের বেড আর ঔষধ চাইছেন সেটি শনুলে বোকারাও হাসে। আবার তারাই যখন ধর্ম মন্ত্রীর কাছে দাবী করছেন রাস্তাঘাট, তখনও আরো একবার হাসতে হয়।

আমরা পত্রিকায় দেখেছি তাদেরকে বিদেশী ঋণের টাকায় প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। ঢাকার পাঁচ তারা হোটেলে তাদেরকে শেখানো হচ্ছে, সংসদে কেমন করে দায়িত্ব পালন করতে হয়। আসলে সেটির কি দরকার ছিলো? বেহুদা বিদেশী ঋণের টাকায় তাদেরকে সংসদের বিষয়গুলো শেখানোর কোন প্রয়োজন কি আছে? কারণ, তারা কি এ ধরনের শিক্ষা ধারণ করার উপযুক্ত? যে কোন মহিলা প্রাকৃতিক কারণে সন্তান ধারণ করার প্রক্রিয়ার সকল পর্যায়েই সফলতা অর্জন করতে পারেন। এর জন্য কারো কোন প্রশিক্ষণ নেবার দরকার হয়না। কিন্তু সংসদতো আসলে জ্ঞানের জায়গা। সেখানে মুখ খোলার আগে কিছু জানতে হয়। যদিও আমাদের সংসদে এই চর্চাটি নেই বললেই চলে, তথাপি একেবারেই নিরেট মুর্খতা নিয়ে সংসদে মুখ খোলা বিপজ্জনক। তাদের জানা উচিত, জ্ঞানতো প্রাকৃতিক নিয়মে অর্জন করা যায়না। প্রাকৃতিক নিয়মে নিজের কাছে যে মগজটা দেয়া থাকে, সেটিকে কাজে লাগাতে না পারলে জ্ঞান আসেনা। সংসদের সাফল্যও তাই জ্ঞান অর্জন করেই পেতে হবে। এদেরকে বুঝতে হবে যে, যেভাবে মহিলা সাংসদ হওয়া গেছে, সেই

একইভাবে সংসদে দায়িত্ব পালন করা যাবে না। বিশেষ করে সংসদ একটি কার্যপ্রণালী বিধির অধীনে চলে। যদিও আমাদের সংসদ একতরফা এবং তাতে প্রাণের কোন স্পন্দন নেই তথাপি কিছু না কিছু আইনতো মেনে চলতে হবেই। তাদেরকে এমনকি সংবিধান সম্পর্কে ভালো ধারণাও থাকতে হবে। কিন্তু আমাদের সাংসদরা কার্যত আইন প্রণয়নের সময় হাত তোলা বা টেবিল চাপড়ানোর কাজ ছাড়া অন্য কিছু করার কথা ভাবতেই পারেননা। কারণ তাদের নিজেদের যেসব যোগ্যতা আছে তাতে সংসদ সদস্য মনোনীত বা নির্বাচিত হওয়া যায়। কারণ দেশের বিদ্যমান নির্বাচন পদ্ধতিতে টাকা আর সন্ত্রাস হাতে থাকলে মনোনয়নও কেনা যায়, নির্বাচনের ভোটও কেনা যায়। এখন দিনে দিনে এই কাজটি আরো সহজ হচ্ছে-কারণ নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং-এর গুরুত্ব আরো বাড়ছে। ফলে শিক্ষিত বা জ্ঞানী বা পড়াশোনা করেছেন এমন লোকেরা রাজনীতি থেকে নির্বাসিতই হচ্ছেন। আমরা যদি এদেশের ১৯৭০ বা ৭৩ সালের সংসদ সদস্যদের সাথে আজকের দিনের সাংসদদের তুলনা করি, তবে বিস্ময়করভাবে চোখে পড়বে যে রাজনীতির ভিত্তিটাই বদলে গেছে।

সৌভাগ্যক্রমে আমি বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় সংসদের সংসদ বিষয়ক প্রতিবেদক হিসেবে কাজ করেছি। তখন দেখেছি, বিরোধীদলের মাত্র তিন জন সংসদ সদস্য এবং তাদের সাথে যুক্ত হওয়া আরো ১-২ জন স্বতন্ত্র সদস্য শতকরা ৯৮ ভাগ সংখ্যাগরিষ্ঠ সরকারী দলকে কতোটা নাকানি চুবানি খাইয়েছে। আমার মনে আছে, তখন আমি যখনি সংসদ চলাকালীন সময়ের বাইরে স্বতন্ত্র সদস্য মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাকে খোজ করতাম তখন তাকে সংসদ পাঠাগারে পাওয়া যেতো। মাত্র স্বল্প সময়ের মাঝে তিনি এবং অন্যান্য বিরোধীদলের সদস্যরা যেভাবে সংসদের কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে শুরু করেন তা ছিলো অবিশ্বাস্য। অথচ এর আগে তারা কখনোই সংসদ সদস্য হিসেবে কোনদিন দায়িত্ব পালন করেননি। জাসদের মতো একটি তরুণদের দল থেকে নির্বাচিত হয়ে টাঙ্গাইলের সাত্তার ভাই বা রাজশাহীর মাইনুদ্দিন মানিক কিংবা স্বতন্ত্র সদস্য চাদপুরের আব্দুল্লাহ সরকার যেভাবে সংসদে নিজেদেরকে উপস্থাপন করতেন, তা না দেখে বিশ্বাস করা কঠিন। সেই সময়ে যারা সরকারী দলের সদস্য ছিলেন তারাও এখন রিকশায় বা বাসে চড়েন, পাজেরো বা প্রাডো জীপ তাদের কপালে তখনও জুটেনি-এখনও না।

অথচ আজকের দিনের সরকারী দলের সাংসদদের বেশীর ভাগই সম্ভবত বাড়ী-গাড়ীর ব্যবস্থা করা ছাড়া কোনদিন সংসদ পাঠাগারে উকি দেবার কথাও ভাবেন না।

স্বদেশ স্বকাল

যদি এমনটিই কালচার হয়, তবে নাবিলাদের সংসদ সদস্য হবার কাবলিয়াত তৈরী হচ্ছেনা। তারা কার্যত পানের ডিব্বা হিসেবে সংসদে উপস্থিত হতে থাকবেন। সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের সদস্যদের মান এতো নীচু যে তা নিয়ে আলোচনা করাই বোকামি। তবে এর মাঝেও নাবিলাদের প্রবেশ হয়ে তার মান আরো নামিয়ে দিচ্ছে।

আমি মনে করি, এই নব্য সাংসদদের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত কাজ হচ্ছে সংসদে কথা না বলা। এতে তাদের বিদ্যার দৌড় প্রকাশ পাবেনা।

২৫ সেপ্টেম্বর ২০০৫॥ ০৬ ফেব্রুয়ারি ০৬ সম্পাদিত